দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 NOV. 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

বেনাপোল কলেজের ২৫ শিক্ষক কর্মচারীর মানবেতর জীবনযাপন

■ বেনাপোল(যশোর) সংবাদদাতা

বেনাপোল কলেজের ডিগ্রি পর্যায়ের ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী ১৩ বছর ধরে সরকারি কোনো বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দীর্ঘ দিনেও এমপিওভুক্ত না হওয়া ডিগ্রি পর্যায়ের নিয়োগপ্রাপ্ত এ সব শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির বয়স শেষ হওয়ার আশঙ্কায় তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। কলেজটি ১৯৯৭ সালের ২৪ মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৯ সালে এইচ.এস.সি. পর্যায়ে এমপিওভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ২৪ মে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিগ্রি পর্যায়ে ২৫ জন শিক্ষক -কর্মচারীকে নিয়োগ দেন। যার মধ্যে রয়েছে প্রভাষক ২০জন, প্রদর্শক-২ জন অফিস সহকারী-১জন, পিয়ন-১জন এবং নৈশ প্রহরী-১ জন। এ সব শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ২ বছর পর ২০০৫ সালের ৯ জুন ডিগ্রি বিষয় অনুমোদন দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে অনুমোদনের ১১ বছর অতিবাহিত হলেও কলেজটির ডিগ্রি পর্যায়ের এমপিওভুক্ত হয়নি। এতে ওই কলেজের ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী দুরবস্থায় পড়ে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সব শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক যে সম্মানী ভাতা প্রদান করেন তাও যৎ সামান্য। বর্তমান কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ১ম বর্ষে-২৮ জন, ২য় বর্ষে-৭৯ জন এবং ৩য় বর্ষে-১৯৮ জন। এ কলেজে ডিগ্রিতে অনুমোদিত বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলা, ইংরেজি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি,দর্শন, ভূগোল, ইসলাম শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিজ্ঞান। বিগত ৩ বছরে এ কলেজে ডিগ্রি পর্যাযের ফলাফলে দেখা যায় ২০১২ সালে ৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেন ৭২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৮২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। ২০১৩ সালে ২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেন ১৮জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৫৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেন ৩৯ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৭০ দশমিক ৯০ শতাংশ।

ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ডিগ্রি পর্যায়ের প্রভাষক মোকাররম হোসেন পলাশ জানান, '২০০৩ সালে এ কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। ডিগ্রি পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি দিলেও নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত না হওয়ায় আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি।'

বেনাপোল কলেজের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান শান্তি জানান, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রি বিষয় অনুমোদন পাওয়ার পর এমপিওভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছি কিন্তু অদ্যাবধি কোনো কাজ হয়নি।'